গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১০ - ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

কলকাতার পুর-চিত্র

ওপরটা ঝাঁ-চকচকে, ভিতরটা বিবর্ণ

১৯ ডিসেম্বর কলকাতা পুরসভা নির্বাচন এসে গেল। ভোটসর্বস্ব দলগুলির নেতাদের মুখে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটছে। জিতলেই সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন বলে একবাক্যে সমস্ত প্রার্থীরাই ভোট চাইছেন নিজ নিজ ওয়ার্ডে। এঁদের মধ্যে অনেকেই গত পাঁচ বছর কিংবা তারও আগে পুরপিতা কিংবা পুরমাতা ছিলেন, কিন্তু পুর-পরিষেবার এমন বেহাল দশা কেন, তার জবাব তাঁরা কেউ ভুলেও দিচ্ছেন না।

শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা সরকারি প্রকল্পের সুযোগ মানুষের দুয়ারে পৌঁছনোর হাওয়া তুলে ভোটবাক্সে তার রিটার্ন চাইছেন। সিপিএম বলছে, তাদের প্রার্থী জিতলে বর্তমান দুরবস্থা ঘুচে যাবে। কিন্তু যে সব নাগরিক খয়রাতি কিংবা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে মেরুদণ্ড খাড়া করে সম্মানের সাথে দিন-গুজরান করেন, ভোট চাইতে এসে তাদের অপ্রিয় প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখা যাচ্ছে না এই সব নেতাদের কাউকে। শাসক দলের নেতাদের বহু উচ্চারিত 'গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি' কলকাতার পরিস্থিতি কেমন?

নিকাশি ব্যবস্থা শোচনীয়

মুখ্যমন্ত্রী কলকাতাকে লন্ডন বানানোর কথা বলেছিলেন। কার্যত বৃষ্টিতে কলকাতা হয়ে ওঠে খাল-বিলের শহর। মহানগরীর উত্তর থেকে দক্ষিণ অংশ তখন জলে থইথই। বহু এলাকায় নৌকা পর্যন্ত চালাতে হয়। নিকাশি নালা, ম্যানহোল সংস্কার এবং লাগোয়া খাল সংস্কার হয় না বছরের পর বছর। ফলে জল-যন্ত্রণা সয়েই এক রাশ ক্ষোভ নিয়ে মানুষকে দিনের পর দিন কাজে বেরোতে হয়। বস্তি এলাকার ঘরগুলি জলমগ্ন হয়ে থাকে। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হন মানুষ। ড্রেজিং মেশিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাম্পিং স্টেশন নেই। জমা জলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু প্রায়শই হয়ে থাকে।

পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব

রাজ্যে জলস্বপ্ন প্রকল্পের প্রচার চলছে ঢাকঢোল পিটিয়ে। এতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছনোর কথা বাড়ি বাড়ি। কিন্তু পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল নেই। রাস্তার কলের জলে ভাসে নোংরা, তা খেয়ে পেটের রোগ— আন্ত্রিক, ডায়েরিয়া মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর আকার নেয়, বিশেষ করে বস্তি এলাকায়। অনেকেই জল ফুটিয়ে খেতে বাধ্য হন। যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের

তিনের পাতায় দেখুন

রামও নয়, ধর্মও নয়, গদিই

বিজেপি নেতাদের আসল আরাধ্য

'তুলসি সরনাম গুলামু হৈ রামকো, জাকো রুচৈ সো কহৈ কছু ওউ।

মাঁগি কৈ খৈবৌ, মসীতকো সোহবো, লৈবোকো একু ন দৈবেকো দোউ।।' (তুলসি তো রামের প্রসিদ্ধ গোলাম। যার যা রুচি, বলতে পারো যা খুশি। ভিক্ষা মেগে খাবো, আর মসজিদে গিয়ে শোবো। কারও কাছে আমার কিছু পাওয়ারও নেই, কিছু দেওয়ারও নেই।) লিখেছিলেন কবি তুলসীদাস।

ক্লান্ত শরীরে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন মসজিদে, আর লিখছেন 'রামচরিতমানস'! অথচ তাঁর সৃষ্ট কাব্যের নায়ক রামলালার মন্দিরের নাম করেই একদল ভেঙে ফেলেছে ভারতের ৫০০ বছরের প্রাচীন স্থাপত্য বাবরি মসজিদকে! ১৯৯২ থেকে ২০২১, এই ৩০টা বছর ধরে অভিশপ্ত ৬ ডিসেম্বর তারিখটিকে ভারতের শান্তিপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক বোধ সম্পন্ন মানুষ স্মরণ করেছেন এক অভিশপ্ত দিন হিসাবে। ব্যথায় স্মরণ করেছেন সেদিনের পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারানো হাজারের বেশি মানুষকে। শপথ নিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

৩০ বছর ধরে বিজেপি নেতারা তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে এই একটি বিষয়কে বড় করে তুলে ধরেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই ভেঙে দেওয়া মসজিদের স্থলে রামমন্দিরের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে গিয়ে এটাকেই ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে গর্ব করেছিলেন। তিনি যে সংগঠনের সদস্য, যাদের নীতিতে চলে তাঁর দল বিজেপি— সেই আরএসএস পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে এসেছে সর্বদা। তাঁদের গুরু গোলওয়ালকর ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম মনে করতেন। যারা অন্য ধর্মের সাথে যুক্ত প্রাচীন স্থাপত্যকে ভেঙে নিজের ধর্মের বড়াই করে আজকের পৃথিবীতে তাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ আফগানিস্তানের তালিবান। বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তি ভেঙে তারা এমন 'স্বাধীনতা সংগ্রামের' পথই দেখিয়েছিল। ভারতে সংঘ পরিবার-বিজেপি বাবরি মসজিদ ভেঙে সেই পথেই হেঁটেছে। এতে তাদের ভোটবাক্সের লাভ বেড়েছে। আর আঘাত পেয়েছে এই ভারতের

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

কেরালায় হাইস্পিড রেলের নামে বিপুল উচ্ছেদ

তুমুল প্রতিবাদে এলাকার মানুষ

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতো আর একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছে কেরালায়। সিপিএম সরকার উন্নয়নের নামে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ৮ মিটার উঁচু যে রেলপথ স্থাপনের সিলভার লাইন প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। কারণ, তারা উচ্ছেদের মুখে। এ ছাড়া রয়েছে আরও নানা বিপর্যয়ের আশঙ্কা। তারা কেরালা রেল সিলভারলাইন বিরোধী গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

আন্দোলনে সামিল কেরালার লক্ষ লক্ষ মানুষ

এই কমিটির নেতৃত্বে কেরালা স্টেট সেক্রেটারিয়েটের সামনে হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ ইতিমধ্যে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অসংখ্য সাধারণ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবেন, জীবিকা হারাবেন। ফলে ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ যোগ দিয়েছেন এই আন্দোলনে। যোগ দিয়েছেন পরিবেশ আন্দোলনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

নিরাপত্তা বাহিনীই

জনগণের হত্যাকারীর ভূমিকায়

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

নাগাল্যান্ডের মন জেলার ওটিং গ্রামের কাছে বিশেষ সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা তিন দফায় গুলি করে যে ভাবে ১৪ জন গ্রামবাসীকে হত্যা এবং ১১ জনকে আহত করেছে এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করছে। প্রথম ঘটনা ঘটে শনিবার সন্ধ্যায় যখন কয়লাখনি শ্রমিকরা একটি ভ্যানে চড়ে গান গাইতে গাইতে কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। জওয়ানরা তাদের উপর গুলি চালিয়ে ৬ জনকে হত্যা করে। নিরাপত্তা বাহিনীর কাজ নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া। পরিবর্তে তারা হত্যাকারীর ভূমিকা নিয়েছে।

এই বর্বর আক্রমণ ঘটতে পারল আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট (আফস্পা) চালু থাকার কারণে। কংগ্রেস সরকার এই আইন চালু করেছিল। পরবর্তীকালে বিজেপি সরকার শুধু একে কাজে লাগাচ্ছে তাই নয়, এই বছরের জুন মাসে তা নাগাল্যান্ডে সম্প্রসারিত করেছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই

সাতের পাতায় দেখুন

রামও নয়, ধর্মও নয়, গদিই আরাধ্য

একের পাতার পর

সাধারণ মানুষের সামাজিক বন্ধন, পারস্পারিক বিশ্বাস, নানা ধর্ম-নানা বিশ্বাসের মানুষের সম্মানের সাথে পাশাপাশি বাস করার দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য।

বিজেপি আজ কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে। অর্থাৎ ভারতের কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থান, জীবন-জীবিকার সুষ্ঠ ব্যস্থা, সকলের কাছে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, সুলভে দেশবাসীর জন্য বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যবস্থা করা, আইন-শৃঙ্খলার সামগ্রিক উন্নতি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা তাদেরই। অথচ বিজেপি নেতাদের মুখে এ বিষয়ে শোনা যায় সবচেয়ে কম। কারণ তাঁদের কিছু বলবার নেই। তাই সম্প্রতি দেখা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির দ্বিতীয় প্রধান নেতা অমিত শাহ উত্তরপ্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করতে গিয়ে শিক্ষা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিশেষ কথা খরচ করেননি। তিনি জোর গলায় কৃতিত্ব দাবি করেছেন রামমন্দিরের কাজ শুরু করার। বিশ্ববিদ্যালয় গড়াটাকে তিনি বিশেষ কোনও কাজ বলে মনেই করেননি নিশ্চয়! তাদের আর এক মন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য একই লাইনে হেঁটে বলেছেন, বিজেপির আসল কীর্তি এবার দেখা যাবে কাশী আর মথুরায় মন্দির তৈরিতে। অমিত শাহ নিজেও এটা ভাল জানেন বলেই বোধহয় যে প্রকল্পের শিলান্যাস করতে গেছেন তা নিয়ে বেশি কিছু বলা সমীচিন মনে করেননি! যদিও বিশেষ বলবার কিছু ছিলও না। তাঁরা উত্তরপ্রদেশে নিরঙ্কুশ সরকার চালিয়ে পাঁচ বছরে যে রকম 'উন্নয়ন' করেছেন তা টের পেয়েছেন অমিত শাহের নিজের দলের এমএলএ সূচি মৌসম চৌধুরি। তিনি ৩ ডিসেম্বর বিজনৌরে নারকেল ফাটিয়ে একটি রাস্তা উদ্বোধন করার চেষ্টা করেছিলেন। নারকেলটি তো ফাটেইনি, রাস্তাই ফেটে খুবলে গেছে। উত্তরপ্রদেশ জুড়ে এটাই উন্নয়নের চেহারা। মানুষের দারিদ্রের নিরিখে ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ তৃতীয়। বেকারত্বের হারে তার স্থান নবম। আখচাষিদের বকেয়া পাওনায় সমস্ত আখ উৎপাদকারী রাজ্যের মধ্যে প্রথম। সে রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং হত্যা চার বছরে বেড়েছে ৬৬ শতাংশ। করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় উত্তরপ্রদেশের গঙ্গায় শত শত মানুষের লাশ ভাসিয়ে দিতে হয়েছে, এমনই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। ফলে সামনের বিধানসভা ভোটে বিজেপি কী বলবে ভোটারদের কাছে? গদি বাঁচাতে যোগী আদিত্যনাথ থেকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহের মতো সব জাঁদরেল নেতারা এখন স্মরণ নিয়েছেন তালিবানের। আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতা দখল করেছে সেই জুজু দেখিয়ে তাঁরা উত্তরপ্রদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে ভয় পাওয়াতে চাইছেন। আর তার সাথে রাম মন্দির, কাশী-মথুরার মন্দির তৈরি, তাজমহল ভেঙে শিব মন্দির তৈরির জিগির এই সব নিয়েই তাদের পড়ে থাকতে হচ্ছে। প্রশ্নটা হল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকারের দায়িত্ব কি মন্দির তৈরি? দেশ এবং রাজ্যের মানুষের জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থান, কৃষির উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়গুলির সুষ্ঠ ব্যবস্থার বদলে সরকারের দায়িত্ব কি হয়েছে এখন মন্দির নির্মাণ?

৬ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্ট্রিট মোড়ে প্রতিবাদ সভা

শুরু থেকেই বিজেপির উত্থানের পথে দেশের মানুষের মুল সমস্যাগুলি নিয়ে প্রচার শোনা গেছে খুবই কম। ১৯৯১ সালে উত্তরপ্রদেশে রাজ্য সরকারি ক্ষমতায় আসার জন্যও তারা কোনও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। জেতার হাতিয়ার ছিল রাম রথ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তারপর বাবরি মসজিদ ভেঙে, রামমন্দিরের ইটপুজোর হিড়িক তুলে তারা বাড়িয়েছিল সাংসদের সংখ্যা। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার মধ্য দিয়ে সে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সহযোগী হিসাবে অমিত শাহ গুজরাট রাজ্য তথা নিজের দলের উপরেও নিরঙ্কুশ আধিপত্য কায়েম শুরু করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তীব্র ধর্মীয় মেরুকরণ এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণার রাজনীতিই বিজেপির প্রধান রাজনৈতিক অবলম্বন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী দেখে এই সাম্প্রদায়িক বাতাবরণের মধ্যেই সারা দেশের রাজনীতির মূল অ্যাজেন্ডাকে ঠেলে দিতে পারলে তাদের অনেক দিকে লাভ। পুঁজিবাদী শোষণে নিষ্পেষিত খেটে খাওয়া মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ না গড়ে তুলতে পারে তার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণি চায় তাদের বিভক্ত করতে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ এ কাজে খুবই কার্যকরী হাতিয়ার।

২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার আগে যতটুকু বিকাশ-টিকাশ নিয়ে কথা বলত, গদিতে বসার পর তা ক্রমাগত চলে গেছে ভুলে যাওয়া অধ্যায়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে পশ্চিমবঙ্গে ভোটে প্রচারে এসে, উত্তরপ্রদেশে নানা সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ তৈরি করার রাস্তাতেই হেঁটেছেন। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সমার্থক করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, পোশাক দেখলেই সন্ত্রাসবাদী চেনা যায়। বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসার পর থেকে যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা নিয়ে চলা লেখক, সাংবাদিকদের হত্যা করেছে তাদের ঘনিষ্ঠ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত খুনিরা। বিজেপি মদতে চলা লোকজনই গোরক্ষার অজুহাতে পিটিয়ে মেরেছে শতাধিক মানুষকে। যত দিন যাচ্ছে কার্যত দেখা যাচ্ছে জনজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সরকারের কিছু বলবারই নেই। এমনকি যে নরেন্দ্র মোদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ান সেজে 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা' বলে খুব গলার জোর দেখাতেন, সে জোরও চুপসে গেছে রাফাল নিয়ে সঠিক তথ্য ফাঁসের জেরে। ফলে এখন বিজেপি নেতাদের সামনে একটাই পথ মন্দিরের ইট-কাঠ পাথর ধরে ঝুলে পড়া। মন্দির নিয়ে জিগির তোলা এবং সংখ্যালঘু বিদ্বেষকে আরও বাড়ানো। এর মধ্য দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে যে করে হোক ধরে রাখার।

বিজেপির এই কাজে সুবিধা করে দিয়েছে তাদের প্রধান বিরোধী বলে পরিচিত কংগ্রেস। তারা একটু অন্য সুরে একই ধরনের 'নরম' সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই চালিয়ে গেছে। কংগ্রেসই বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে বিতর্ক উস্কে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। বিজেপির মতোই পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হিসাবে কংগ্রেস নেতারাও নানা সময়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে গেছে। তাদের নেতারা মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে একই ধরনের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করেছেন বারবার। জাতপাতের রাজনীতি করা দলগুলি এমনকি সেকুলার রাজনীতির পক্ষে সওয়াল করা বেশ কিছু দল এমনকি বামপন্থী বলে পরিচিতরাও কখনও সংখ্যাগুরু আবার কখনও সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকেই পাল্লা ভারি করেছেন।

এর ফলে ভারতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও সমাজের নানা স্তরে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রভাব থেকে গেছে। এমনিতেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে কংগ্রেসের আপসকামী অংশের নেতৃবৃন্দ এবং হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লিগের ভূমিকার ফলে ভারতীয় সমাজের গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণ হয়নি। যার সুযোগ বারে বারে নিতে পারছে বিজেপি-আরএসএসের মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি।

এ দেশের সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় বিশ্বাস এক বিষয় নয়। বিজেপি, কংগ্রেসের মতো দলগুলি জনজীবনের প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার মানুষকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেই। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষকে তার অধিকার বুঝে নিতে গেলে লড়তে হবে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। সদ্য বিজয়ী কৃষক আন্দোলন শিক্ষা দিয়েছে কীভাবে মানুষের এই রকম সংগ্রামী ঐক্য অত্যাচারী শাসকদের চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

বাবরি মসজিদ ভাঙার ২৩ দিন পরে ওই ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে এক নিষ্ঠাবান হিন্দু, মাধব গোডবোলে, লিখেছিলেন 'সেদিন আমি আগের মতো রামলালা দর্শন করার ইচ্ছা অনুভব করিনি, প্রসাদও নিতে পারিনি। যদিও আমি একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, তবুও ...সেদিন অযোধ্যায় আমি কোনও টান অনুভব করিনি। মন থেকে অনুভব করেছি শঠতা, প্রতারণা আর ভয়াবহ হিংসার জোরে তৈরি মন্দিরে আমার দেবতা বাস করতে পারেন না' (আনফিনিশড ইনিংস)।

বিজেপি নেতারা রাম মন্দিরের চূড়াকে যতই আকাশে ঠেকিয়ে দিয়ে নিজেদের গরিমা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুক, মানুষ বুঝছে, বিজেপি নেতাদের আসল আরাধ্য রামও নয়, ধর্মও নয়। তাদের একমাত্র আরাধ্য ক্ষমতার মসনদ। এ সত্য অনেক চেষ্টাতেও চাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

কর্মবন্ধু কর্মচারী সমন্বয় সমিতির ডেপুটেশন

অফিসে গ্রুপ ডি কর্মচারী না থাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস খোলা রাখা, ঝাঁট দেওয়া, অফিসে জল দেওয়া, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, নোটিস বিলি করা, আর আই-এর তদন্তকাজে ও খাজনা আদায়ে সাহায্য করা, এক অফিস থেকে অন্য অফিসে চিঠি নিয়ে যাওয়া এবং দুয়ারে সরকারের মতো বিভিন্ন কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপাররা। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে এই কাজ করে এলেও এঁদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি নেই।

এঁদের বেতন মাসিক মাত্র ৩০০০ টাকা। ২০২০ রোপাতে সবার বেতন বাড়লেও সরকার এঁদের বাঁচার মতো বেতনটুকুও দিচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে হাওড়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়ন উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকে বিএলআরও দপ্তরে ২ ডিসেম্বর দাবিপত্র পেশ করে। তাঁদের দাবি, নিয়মিত কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে, অন্যান্য জেলার মতো পুজোর বোনাস ৩০০০ টাকা দিতে হবে, 'স্যাট' আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য জেলার মতো ১৯৯৯ সাল থেকে বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যায় 'বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অ্যাবেকার' সংবাদে ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১ টাকা করার পরিবর্তে ভুলক্রমে ১৪ টাকা ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কলকাতা পুর-চিত্র ঃ ভিতরটা বিবর্ণ

একের পাতার পর

অনেককেই বাধ্য হয়ে চড়া দামে জল কিনে খেতে হয়। কখনও কখনও পানীয় জলের সঙ্গে নিকাশির জল মিশে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে।

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেই

করোনার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ায় ভয়ঙ্কর মহামারি দশা। ডেঙ্গু রুখতে টাস্ক ফোর্স, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স হয়েছে, কিন্তু তাদের অ্যাকশন দেখতে পাচ্ছেন না নাগরিকরা। মশা-মাছির উপদ্রব বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেই পুরসভার। কিছু ব্লিচিং কখনও সখনও ছড়িয়ে চমক দেওয়া হয়। খোলা ড্রেন, খোলা শৌচাগার রয়েছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। বহু জায়গায় খোলা ভ্যাটে জঞ্জালের স্তূপ ডাঁই হয়ে রয়েছে যেখানে-সেখানে। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ৮৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী কমরেড সুস্মিতা পাল বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছেন

২৮ হাজার শূন্যপদ, ব্যাহত পরিষেবা

কলকাতা পুরসভায় ২৮ হাজারের বেশি অনুমোদিত পদ ফাঁকা। স্থায়ী পদে লোক নিয়োগ হচ্ছে না। চুক্তির ভিত্তিতে কিছু সামান্য কর্মী কখনও নিয়োগ করে নামমাত্র বেতনে বেগার খাটানো হচ্ছে। কর্মীর অভাবে ওয়ার্ড অফিসগুলিতে গিয়ে কোনও কাজের জন্য হাপিত্যেশ করে থাকতে হয় এলাকাবাসীকে। সম্প্রতি নীতি আয়োগের সমীক্ষায় জানা গেছে, দেশের ৫৬টি মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যে কর্মসংস্থানে কলকাতার স্থান হয়েছে সবচেয়ে পিছনে।

নিরাপত্তা নেই পুর-শ্রমিকদের

কুঁদঘাটের ইটখোলায় নিরাপত্তা ছাড়া কাজ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন চার শ্রমিক। মৃতদের পরিবার ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ টাকা আজও পায়নি। বিষাক্ত মিথেন বা কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে কি না জেনে শ্রমিকদের ম্যানহোলে নামানোর কথা। কিন্তু নিরাপত্তা বর্ম ছাড়াই শ্রমিকদের কাজে নামানো হচ্ছে, বিষাক্ত গ্যাসে মারাও যাচ্ছে। বহু ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা।

সম্প্রতি দমদম সেভেন ট্যাঙ্কের খোলা ম্যানহোলে পড়ে মারা গিয়েছেন এক জন। মশা-মাছির ওষুধ স্প্রে করেন যে সমস্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা, করোনার সময়ও যারা দু'বেলা এই কাজ করে গেছেন, তাদের জন্য নেই কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা। খোলা হাতে, কোনও বর্ম ছাড়াই তাদের এ সমস্ত ঝুঁকির কাজ করতে হয়।

সম্পত্তি কর বৃদ্ধি
নাগরিকদের উপর বাড়তি বোঝা

মূল্যবৃদ্ধিতে, নানা আর্থিক সঙ্কটের বোঝায় বিপর্যস্ত জনসাধারণের উপর পুরসভা বাড়তি কর চাপিয়েই চলেছে। পুরসভা আইন ১৯৮০ সংশোধন করে বিভিন্নভাবে সম্পত্তি কর আদায় বাড়াচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ। নতুন মিউটেশনের সময়ে ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, এতে করের টাকা দিতে সাধারণ মানুষের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। সংসার খরচ, এমনকী ওষুধপত্রের খরচ কাঁটছাঁট করে ট্যাক্সের টাকা জোগাতে হচ্ছে বহু নাগরিককে।

অবৈধ পার্কিং বিপজ্জনক আকার নিয়েছে

কলকাতার যেখানে সেখানে যেমন খুশি পার্কিং বহু দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকী আগুন লাগলে বহু সরু গলিতে পার্কিংয়ের কারণে দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারে না। ব্যস্ত রাস্তায় জ্যাম হয়ে বহু দুর্ঘটনা ঘটছে। পার্কিং নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই সরকারের। পুলিশের নাকের ডগায় এই সব অবৈধ কার্যকলাপ চলছে। কাউন্সিলররা দেখেও চুপচাপ।

পুরনো ও বিপজ্জনক বাড়ি, নোটিশ দিয়েই দায়িত্ব শেষ

পুর এলাকাগুলির প্রায় সর্বত্র বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। বাড়ির গায়ে রয়েছে পুরসভার নোটিশ—

সাবধান, বিপজ্জনক বাড়ি। যখন তখন এ ধরনের বাড়ি ভেঙে মৃত্যু ঘটলেও বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙা নিয়ে পুরসভার সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় বাড়ি ভাঙে না পুরসভা। পুর কর্তৃপক্ষ বলেন, শরিকি বিবাদ, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে দ্বন্দ্ব, কয়েক দশকের ভাড়াটে সংক্রান্ত সমস্যা কাজের ক্ষেত্রে বাধা। অর্থাৎ যতক্ষণ বাড়িটি না ভেঙে পড়ছে, ততক্ষণ তাদের নাকি কিছু করার নেই। বহু নাগরিক প্রাণ দিলেও এই সমস্যার সমাধান আজও হয়নি।

পোস্তা ও মাঝেরহাট উড়ালপুল ভেঙে বহু মানুষের মৃত্যুর মর্মান্তিক স্মৃতি মানুষের মনে মৃত্যু-আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে ২০টি সেতু ও উড়ালপুলের মেয়াদ ফুরিয়েছে। কিন্তু সেগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরসভা নিষ্ক্রিয়।

পুরসভার বহু স্কুল বন্ধ, বাকিগুলির ভগ্নদশা

ছাত্র সংখ্যা কম এবং স্কুলের মাধ্যম বদলাতে হবে এই অজুহাতে পুরসভার ২৭টি স্কুল বন্ধ হয়েছে সম্প্রতি। ছাত্রসংখ্যা নেমে এসেছে অর্ধেকেরও কমে। মিড ডে মিল বন্ধ। স্কুল-ছুট হয়েছে বহু ছাত্র। পৌর স্কুলগুলিতে মূলত দরিদ্র পরিবারগুলির ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। স্কুলগুলির দুর্দশায় তাদের অনেকেরই পড়াশোনা বন্ধের মুখে। করোনা অতিমারিতে অভাবে পড়ে বহু ছাত্রছাত্রীকে বাবা-মায়ের সাথে রোজগারে হাত লাগাতে হয়েছে। বন্ধ শিক্ষক নিয়োগও।

বেহাল দশা পুরবাজার, পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির

পুরসভার রেজিস্ট্রি করা ৪৯টি বাজারের সর্বত্র তারের সারি। পুরবাজারগুলিতে ঢুকলে মনে হয় তারের চাঁদোয়া। আগুন নেবানোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, অথচ আগুন লাগার সমস্ত সম্ভাবনা মজুত। বহু বাজারেই আগুন লেগেছে। তবু বহু পুরনো দোকান, গুদামের ফায়ার অডিট হয় না। বাজারগুলিতে নিকাশির অভাবে সর্বত্র জমা জল, নোংরা জঞ্জালের দুর্গন্ধ, অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজের জন্য দূষণ স্বাভাবিক চিত্র। জমা জলে ডুবে থাকা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুও ঘটেছে। তাও পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। শব্দদূষণ, ধোঁয়া-ধুলোর দূষণ বাড়ছে। শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা, শ্যামবাজার, হাজরা প্রভৃতি এলাকায় ভয়ানক বায়ু দূষণে শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ বাড়ছে নাগরিকদের। পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নাম কা ওয়াস্তে পরিষেবা রয়েছে। ডাক্তার অপর্যাপ্ত। ওষুধও তাই।

সাইকেল লেনের ঘোষণাই সার

অল্প আয়ের বহু মানুষ ও তাদের পরিবারের জীবন-যাপন সাইকেল নির্ভর। পরিবহণের বিপুল ব্যয় ও সংক্রমণ এড়াতে অতিমারি পরিস্থিতিতে সাইকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরিবেশবান্ধব ও দূষণমুক্ত এই যানে কোনও খরচও নেই।

কলকাতার বহু মানুষ এমনকি আশেপাশের জেলা থেকেও কয়েক লাখ মানুষ, বেকার যুবক, অসংগঠিত শ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী, ছোট ব্যবসায়ীরা পাড়ি দেন সাইকেলে। মহানগরীতে আলাদা সাইকেল লেন করে নিরাপদে যাতায়াতের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন সাইকেল চালকরা। সরকারের নানা দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আলাদা সাইকেল লেন করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। উল্টে পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাইকেলের উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে।

অপরাধ তালিকার প্রথম সারিতে কলকাতা

অপরাধ তালিকায় মেট্রোপলিটন শহরগুলির মধ্যে কলকাতা প্রথম সারিতে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানি, তোলাবাজিতে এগিয়ে। স্কুল-কলেজ, টিউশনি, খেলা এগুলি থেকে ফেরার সময় ছাত্রীদের রাস্তাঘাটে দুষ্কৃতীদের খারাপ আচরণের শিকার হতে হয়। নারী নিরাপত্তা রয়েছে কাগজে-কলমেই।

শাসকদলের মদতপুষ্ট প্রভাবশালীরা বেআইনি নির্মাণে যুক্ত

শাসক দলের মদতপুষ্ট প্রভাবশালীরা বেআইনি নির্মাণ করেই চলেছে। একের পর এক বেআইনি বাড়ি, দোকান, ক্লাব, ঠেক পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে। বেআইনি বহুতলে আগুন লাগলে বা বাড়ি ভেঙে পড়লে বড় বিপদ অনিবার্য। পুকুরগুলি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। যার ফলে বায়ু

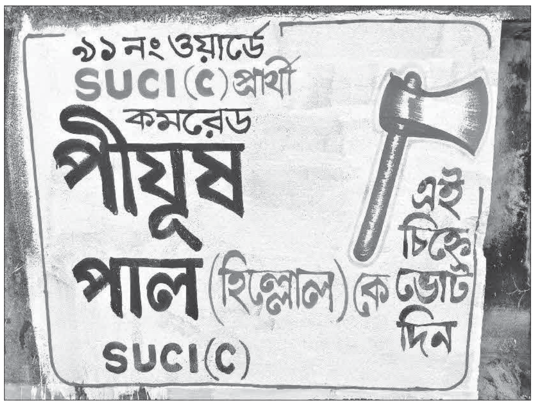

দূষণের সাথে পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ করার কোনও চেষ্টা নেই পুর-কর্তৃপক্ষের। রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখা হয়, যার ফলে পথ দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে।

দুর্নীতির রমরমা

পুরসভার নানা প্রকল্পের টাকা নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বস্তি উচ্ছেদ করে বহুতল তৈরি হচ্ছে। বরাত পাচ্ছে শাসক দল ঘনিষ্ঠ কিংবা প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তি। উচ্ছেদ হচ্ছেন বস্তিবাসী হাজার হাজার মানুষ। রাস্তা তৈরির কিছু দিনের মধ্যেই গর্ত হয়ে গিয়ে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে।

চাই জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি

পুরসভা পরিচালনায় এমন ছন্নছাড়া ভাব কেন? কারণ পুরসভার পরিচালক দলগুলির জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। পূর্বতন সিপিএম বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস কেউই জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরসভা পরিচালনা করে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে স্থানীয় ক্ষেত্রে পুরসভা পরিচালনায় তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। পড়ছেও।

পুরসভার ২৮ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ না করা, পুর-স্কুলগুলি উঠে যাওয়া, জলব্যবসায়ীদের স্বার্থে পৌরসভার পক্ষ থেকে সর্বত্র পানীয় জল সুলভে পৌঁছনোর ব্যবস্থা না করা সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম। পুর পরিষেবায় পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ না করা বা নাগরিকদের করভার বৃদ্ধি করা তারই অঙ্গ। দরকার এর বিরুদ্ধে নাগরিকদের আন্দোলন। শুধু ভোট দিয়ে কাউন্সিলর নির্বাচন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনও গড়ে তুলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এস ইউ সি আই (সি) ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

এন আই ও এইচ

নাগরিক আন্দোলনের জয়

আরও একটি আন্দোলন জয়যুক্ত হল। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও গবেষণার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ লোকোমোটর ডিসাঅ্যাবিলিটি (এনআইএলডি)-র প্রধান কার্যালয় কলকাতা থেকে কটকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত থেকে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার। কলকাতার এনআইএলডি (আগের নাম এনআইওএইচ) ছাড়াও অস্থি প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাকেন্দ্র আছে দিল্লি ও ওড়িশায়। গত ১৬ আগস্ট এক নির্দেশিকায় কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এই তিনটির সংযুক্তিকরণ এবং কটকের সংস্থাকে প্রধান আর কলকাতার সংস্থার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে তার শাখা করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে। সংবাদটি জানামাত্রই প্রতিবাদে এগিয়ে আসে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, ব্লাইন্ড পারসনস অ্যাসোসিয়েশন, প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চ এবং যে এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত সেই বরানগরের বিশিষ্ট মানুষজন সহ সাধারণ মানুষ।

১৩ সেপ্টেম্বর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে নাগরিক সমাজ এবং চিকিৎসক চিকিৎসাকর্মীদের এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। ৪ অক্টোবর বরানগর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বিশিষ্টজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক কনভেনশন। গড়ে ওঠে ‘এনআইওএইচ বাঁচাও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ’। মঞ্চের নেতৃত্বে চলে ধারাবাহিক আন্দোলন, প্রচার-মিছিল-মিটিং-বিক্ষোভ। ১৫ নভেম্বর প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করে তিন শতাধিক প্রতিবন্ধী ভাইবোন ও নাগরিকদের উপস্থিতিতে চলে অবস্থান ও রাজ্যপালকে ডেপুটেশনের কর্মসূচি। সংস্থার ডিরেক্টর সহ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক সম্প্রতি ঘোষণা করেছে অর্থ মন্ত্রকের সুপারিশে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক করার সিদ্ধান্ত নিলেও সব প্রতিষ্ঠানে ফাংশানাল অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকবে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার প্রসার ঘটানো, নতুন নতুন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা তো দূর অস্ত এনআইএলডি-র বাজেট কমিয়ে, প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি অনিয়মিত করে, সর্বোপরি স্থায়ী কর্মচারীর পরিবর্তে অস্থায়ী কর্মচারী ও ডাক্তার নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠান পরিষেবার মানকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, প্রতিবন্ধীদের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবন্ধী আইনের পরিবর্তন করেছে। এই অবস্থায় সারা দেশে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার সর্বোৎকৃষ্ট এই সংস্থাটিকে শাখা সংস্থায় পরিণত করে গুরুত্ব কমিয়ে দিলে শুধু পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষের অসুবিধা হত তাই নয়, পূর্ব ভারত এমনকি বাংলাদেশ ভুটান নেপাল থেকে আসা প্রতিবন্ধীরাও প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হতেন।

আন্দোলনের এই জয়ে বরানগরের নাগরিক সমাজ সহ যাঁরা প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক ডাক্তার অমিত ধবল বলেন, অবিলম্বে সরকারকে ১৬ আগস্টের নির্দেশিকা বাতিলের নোটিশ জারি করতে হবে। যত দিন না এই নির্দেশিকা জারি হচ্ছে তত দিন আন্দোলন চলবে। ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সরকারি নির্দেশিকা জারির দাবি জানিয়ে মঞ্চের নেতৃত্বে তিন শতাধিক নাগরিকের এক বিশাল পদযাত্রা সিঁথি মোড় থেকে প্রতিবন্ধী হাসপাতাল ক্যাম্পাস পর্যন্ত যায়।

আন্দোলনে আশা কর্মীরা

অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া উৎসাহ ভাতা মিটিয়ে দেওয়া সহ অন্যান্য দাবিতে

৩ ডিসেম্বর সোনারপুরে আশাকর্মীদের বিএমওএইচ ডেপুটেশন।

আসামে দ্বিতীয় রাজ্য যুব সম্মেলন

২৮ নভেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র দ্বিতীয় আসাম রাজ্য সম্মেলন গোয়ালপাড়া শহরের ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি

কমরেড ওসমান গনি মোল্লা রক্তপতাকা উত্তোলন করেন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর ও কমরেড তমাল সামন্ত। কর্মসংস্থান, কাজ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্মক্ষম যুবকের উপযুক্ত হারে বেকার ভাতা, মদ-জুয়া-সাট্টা বন্ধ করা, বন্ধ কল-কারখানা খোলার দাবিতে সুসজ্জিত যুব মিছিল শহর পরিক্রমা করে। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। তিনি উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে বামপন্থার আদর্শে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি সম্মেলনে মূল খসড়া পাঠ করেন রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড জিতেন্দ্র চালিহা, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন রাজ্য সম্পাদক তুষার পুরকায়স্থ। সম্মেলনে কমরেড সইফুল ইসলামকে সভাপতি, কমরেডস জিতেন্দ্র চালিহা ও ময়ূখ ভট্টাচার্যকে সহ-সভাপতি ও বিরিঞ্চি পেগুকে সম্পাদক নির্বাচন করে ৪৭ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

বেকার যুবকদের কাজের দাবিতে ২৮ নভেম্বর পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে এআই ডিওয়াইও-র উদ্যোগে প্রথম যুব সম্মেলন

মধ্যপ্রদেশে যুবকদের সভা

২৮ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে বেকারিবিরোধী মতবিনিময় সভা হয়। ওই দিন সভার শুরুতে মনীষী জ্যোতিবা রাও ফুলের স্মরণ দিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী অভিনব ধনৌড়েকর, বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী শঙ্কর, কৃষক নেতা রামস্বরূপ মন্ত্রী, সামাজিক আন্দোলনের নেতা আর্শী খান এই সভার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রধান বক্তা লোকেশ শর্মা বেকার সমস্যা সমাধানে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে লাগাতার যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভার সঞ্চালক ছিলেন প্রমোদ নাম দেও। বেকার বিরোধী আন্দোলনের নেতা গোপাল প্রজাপতি, দীনেশ ঠাকুর, রবীন্দ্র পরিহার, সুমের বড়োলে বক্তব্য রাখেন। শেষে বেকারি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২১ বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে গ্রাহকদের বিক্ষোভ

জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও সংশোধনী বিল ২০২১-এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ, যেমন খুশি মাশুল বৃদ্ধির যে মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা পথে নেমেছে। এই জনবিরোধী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন দিল্লি, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড, আসাম, ওড়িশা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশজুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত করে আন্দোলন শুরু করেছে।

গত ১০-২৫ নভেম্বর পক্ষকালব্যাপী প্রচার ও বিক্ষোভ আন্দোলনের পর ২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল বা বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে গণস্বাক্ষর করে পাঠানোর কর্মসূচি চলছে। অফলাইন ও অনলাইনে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ চলবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, তামিল, মালায়ালম, কন্নড় প্রভৃতি ভাষায় প্রচারপত্র, পোস্টার, ফ্লেক্স, বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল-২০২১ বিষয়ে বুকলেট ছাপিয়ে দেশব্যাপী চলছে ব্যাপক প্রচার। এ কথা জানান পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের নেতা সুব্রত বিশ্বাস। তিনি বলেন, এই বিল আইনে পরিণত হলে গ্রাহকরা চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হবেন। ফলে যে কোনও মূল্যে রুখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

পশ্চিম মেদিনীপুর

চেন্নাই

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

হিসার, হরিয়ানা

দিল্লি

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

ডায়মণ্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মোরাদাবাদ, উত্তরপ্রদেশ

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

আগরতলা, ত্রিপুরা

খনি নির্মাণের আগে সার্বিক পুনর্বাসনের দাবি

‘আগে উপযুক্ত পুনর্বাসন, পরে খনি নির্মাণ’— এই দাবিতে সোচ্চার হল ‘অল ইন্ডিয়া জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটি’র বীরভূম জেলা শাখা। জেলার মহম্মদবাজার ব্লকের ডেউচা-পাঁচামিতে কয়লা খনি তৈরির যে প্রকল্প রাজ্য সরকার নিয়েছে তাতে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিয়ে নানা অস্বচ্ছতা রয়েছে। কোথায় পুনর্বাসন দেবে, কী মাপের ঘর দেবে, সেখানে আলো-বাতাস ঢুকবে কি না, রোজগারের ব্যবস্থা কী হবে, খনিতে চাকরি মিলবে কি না, কয়লা তোলা শেষ হয়ে গেলে তখন কাজ থাকবে কি না, আর্থিক প্যাকেজ কতটুকু দেবে, তার দ্বারা লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি ও সুদ হ্রাসের এই পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সুরক্ষা কোথায় গিয়ে নামবে— ইত্যাদি আশঙ্কা এই এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আদিবাসী ও গরিব মানুষকে ভাবাচ্ছে। কারণ তাদের সামনে রয়েছে অতীতের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা।

জেলাশাসকের দপ্তরে প্রতিনিধি দল

পাঞ্চেত, মাইথন, সুবর্ণরেখা জলাধার নির্মাণের জন্য যে পরিবারগুলি উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, বিশেষ করে আদিবাসীদের। কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে কয়লাখনির জন্য উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য চুক্তি হলেও কোম্পানি পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করেনি।

কমিটি সঙ্গতভাবেই দাবি করেছে, আগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তার পর কয়লা খাদানের কাজ শুরু করা যেতে পারে। কমিটির পক্ষে মার্শাল হেমব্রম জানান, তাঁরা ৩ ডিসেম্বর বীরভূম জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাঁদের দাবি— ১) প্রতি পরিবারে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, ২) খনির জন্য যে পরিবারগুলি উচ্ছেদ বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে (ভূমিহীন পরিবার সহ) তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে, ৩) আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে আদিবাসী সমাজের সংগঠনের প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী এই তালিকা তৈরি করতে হবে এবং প্রকাশ্যে টাঙাতে হবে, ৪) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দুর্নীতিমুক্তভাবে জমি, বাড়ি সহ স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্থির করতে হবে, ৫) সরকারি জমিতে বসবাসকারী প্রত্যেককে বাড়ি সহ উপযুক্ত পুনর্বাসন দিতে হবে, ৬) বাড়ি-বিদ্যুৎ-শৌচালয়-পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও যোগাযোগের ব্যবস্থা সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে খনির কাজ শুরু করা চলবে না।

বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল

পুরুলিয়া জেলার বিড়ি শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বর্ধিত মজুরি কার্যকর করার দাবিতে ২৫ নভেম্বর বিড়ি মালিকদের কারখানার গেটে বিক্ষোভ মিছিল ও ব্লক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলাতে বর্ধিত ২৫ টাকা মজুরি কার্যকর করার কথা। কিন্তু অন্যান্য জেলাতে তা কার্যকর হলেও পুরুলিয়া আবার আলাদা করে হাজার প্রতি ৪ টাকা কমিয়ে গত ৩১ অক্টোবর থেকে নতুন করে মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এখনও সেই মজুরি কার্যকর হয়নি। তাই বিক্ষোভ মিছিলে শত শত শ্রমিক মা-বোনেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পুরুলিয়া জেলা সহ-সভাপতি কমরেড সদানন্দ মণ্ডল, জেলা সম্পাদক কমরেড তপন রজক ও কমরেড অনাদি কুমার প্রমুখ।

কেরালায় হাইস্পিড রেলের নামে বিপুল উচ্ছেদ

একের পাতার পর

কর্মীরা, রাজ্যের বিশিষ্ট মানুষেরা। পিনরাই বিজয়নের নেতৃত্বে সিপিএম পরিচালিত বিগত এলডিএফ সরকার কেরালার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তকে জুড়ে দিয়ে সেমি হাই স্পিড রেললাইন স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। শুরু থেকেই পরিবহণ বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সিপিএম সরকার সে সবের কোনও মূল্য দেয়নি। এ ক্ষেত্রে তারা সহযোগী হিসাবে পেয়েছে বিজেপি সরকারকে, তার রেল দপ্তরকে। তাদের মনোভাব এমন যে, যেহেতু বিধানসভায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ফলে যত বিরোধিতাই হোক, প্রকল্প তারা করবেনই।

এই রেললাইন কেরালাকে লম্বালম্বি দু'ভাগে ভাগ করে দেবে। পূর্বদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, পশ্চিম দিকে আরব সাগর, মাঝখানে প্রাচীরের মতো এই রেলপথ আট মিটার উঁচু। কেরালার ঘন বর্ষার জল ৪ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে এসে আরব সাগরে মেশে, এই রেললাইনের জন্য তা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্যা বাড়বে। ঘন বর্ষায় রেল লাইনের আশপাশ কোনও কাজেই আসবে না। ফলে কেরালা ভাসবে।

এছাড়াও রাজ্যের দুই প্রান্ত জুড়ে দেওয়া এই রেলপথের সাথে আন্তঃরাজ্য রেললাইন ও ব্রডগেজ রেললাইনের সাথে সংযোগ না থাকলে, পরিবহণ সমস্যার কোনও সমাধান এর দ্বারা হবে না। এমনকি রেললাইনের জন্য বালি পাথর সহ বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল যোগান দিতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার যা ক্ষতি হবে, সেটাও পরিবেশবিদদের প্রতিবাদের অন্যতম কারণ।

এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে মোট বাজেটের ৯০ শতাংশ ধার করা হবে। ফলে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা জনগণের ঘাড়ে পড়বে, যা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারণার পরিপন্থী।

এই রেলপথের জন্য মোট ১৩৮৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, যার প্রায় ৮৭ শতাংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। রেললাইনের দু'পাশে ২৫ মিটার জমি ফাঁকা রেখে বসতি স্থাপন করা যাবে ধরে নিয়ে এই হিসেব। কিন্তু বাস্তবে রেললাইনের যা উচ্চতা এবং রেলের যা স্পিড হবে তাতে ১০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত বসতি স্থাপন করা যাবে না। ফলে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে অনেক বেশি।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, কেরালায় ন্যাশনাল হাইওয়ে হোক, কিংবা ভাল্লারপদম কন্টেনার টার্মিনাল হোক, কোনও ক্ষেত্রেই যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার করেনি। উন্নয়নের নামে সব বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য দায়ী কেরালার সিপিএম পরিচালিত এলডিএফ এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউডিএফ সরকার।

পূর্বের অভিজ্ঞতা স্মরণে রেখে উদ্বিগ্ন মানুষ সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলেছেন। এই কমিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেরালা রাজ্য কমিটি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছে। ২০০ আঞ্চলিক কমিটি, ১১ জেলা কমিটি সহ রাজ্য স্তরে গড়ে ওঠা এই শক্তিশালী সংগ্রাম কমিটি আজ জনগণের অত্যন্ত ভরসার জায়গা।

মানুষ বুঝতে পেরেছে এই প্রকল্প উন্নয়নের জন্য নয়। তা যদি হত তবে, সবার আগে রাজ্যের বিস্তীর্ণ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি তাঁরা রেল মানচিত্রে যুক্ত করতেন। আসলে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে তুলে দেওয়াই তাদের আসল উদ্দেশ্য। এই সরকারের কাছে জনগণের প্রকৃত প্রয়োজন, পরিবেশ, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা এসব চিন্তার বিষয় নয়। একমাত্র চিন্তা মালিকশ্রেণির সুবিধা করে দেওয়া এবং তাদের মদতে ক্ষমতায় টিকে থাকা। এই সংগ্রাম কমিটির রাজ্য আহ্বায়ক এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড এস রাজিভন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাস তাঁদের এই সংগ্রামের প্রেরণা।

গ্যাস-কেরোসিনে ভর্তুকি তুলে কার বিকাশ করছে বিজেপি

রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি প্রায় তুলে দিয়ে বিজেপি সরকার যেমন মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির উপর আর্থিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তেমনই কেরোসিনের ভর্তুকিও প্রায় তুলে দিয়ে গরিব মানুষের উপরও মারাত্মক আক্রমণ হেনেছে। অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বরে লিটার পিছু প্রায় সাড়ে সাত টাকা দাম বাড়াচ্ছে সরকার। ফলে রেশনে কেরোসিনের দাম ৫০ টাকা ছাড়িয়ে গেল।

গৃহস্থের রান্নাঘর নিয়ে এক নিষ্ঠুর রসিকতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গরিব মানুষের একমাত্র ব্যবহার্য জ্বালানি কেরোসিন। কেরোসিন ব্যবহার করেন মূলত অতি দরিদ্র মানুষেরা। গ্যাস ব্যবহারের আর্থিক সামর্থ্যটুকু যাদের নেই, তাদের কাছে কেরোসিন অপরিহার্য। কুপিতে তেল দিয়ে আজও একটু আলো জ্বালতে দেখা যায় অসংখ্য মানুষকে। এ ছাড়াও কেরোসিন ব্যবহার করেন রাস্তার ধারের অসংখ্য ছোট দোকানদার। যদিও অধিকাংশ গ্রাহকের জন্য মাসে মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৫০০ মিলি। সেই কেরোসিনের ভর্তুকি ২০২০-র এপ্রিল থেকে কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে সরকার।

এর উপর লাগাতার দাম বেড়ে চলেছে রান্নার গ্যাসের। এখন গ্যাসের দাম ৯২৬ টাকা। আধুনিক জীবনের অঙ্গ রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি নামতে নামতে এখন ১৯.৫৭ টাকা, প্রায় না দেওয়ার মতো। উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস সংযোগে টাকা না লাগলেও গ্যাসের দাম বাড়ায় তা কিনতে পারছেন না দরিদ্র গ্রাহকরা। অথচ গ্যাসের দাম ক্রমাগত বাড়ানোর সময় ভর্তুকি কমানো হবে না বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিল সরকার। তারপর সময় গড়াতেই ভর্তুকি ভ্যানিশ। বর্তমানে ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডারের দাম এতটাই বেড়েছে যে তা পৌঁছে গিয়েছে ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দামের কাছাকাছি। নামের ফারাক ছাড়া দামে কোনও ফারাক নেই। খোলা বাজারে কেরোসিন বিক্রির মতো গ্যাসও বিক্রি হচ্ছে বিপুল দামে। গ্যাস কোম্পানিগুলির রমরমা ব্যবসা আরও ফুলেফেঁপে উঠছে, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে গ্যাসের মতো অপরিহার্য জ্বালানির দাম।

গ্যাস অগ্নিমূল্য হওয়ায় সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর জঙ্গলে যাচ্ছেন জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করতে। শুধু এখানকার নয়, গ্রাম ও শহরের বহু মানুষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন গ্যাসে রান্না। যাদের বাড়িতে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস সংযোগ আছে তারাও আর গ্যাসে রান্না না করে সিলিন্ডারের পাশেই কাঠ-খড়ের উনুন জ্বালিয়ে রান্না করেন। রান্নায় কাঠকয়লা ব্যবহার হলে ধোঁয়ায় মা-বোনেদের কষ্ট হবে এবং দূষণ হবে, এই যুক্তি দিয়ে উজ্জ্বলা যোজনা এনেছিল সরকার। গ্যাসের বিপুল দামবৃদ্ধিতে এখন উজ্জ্বলা গ্রাহকদের চোখেও জল এসে যাচ্ছে।

সম্প্রতি সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় তেল প্রতিমন্ত্রী একটি পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, রান্নার গ্যাস এবং কেরোসিন খাতে মোট ভর্তুকি ২০১৮-১৯ সালে ছিল ৪৩ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। তা কমতে কমতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকায়।

সরকারের বক্তব্য, ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়নি, বাস্তবে ভর্তুকি দেওয়ারই প্রয়োজন পড়ছে না। কারণ কী? সাধারণ মানুষের রোজগার কি বেড়ে গেছে? সে রকম কোনও তথ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা দিতে পারেননি। বরং গত দু'বছরে অতিমারি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের উপার্জন এক লাফে অনেক কমে গেছে, বেকারি বেড়েছে ভয়ঙ্কর হারে, দারিদ্রে আফ্রিকার ছোট দেশগুলির সাথে এক সারিতে অবস্থান করছে ভারত। তা হলে?

সরকারের যুক্তি, যাঁদের সত্যিই দরকার তাদের জন্যই অন্যদের ভর্তুকি ছাঁটাই। সত্যি কাদের দরকার আর কাদের দরকার নেই, তা যাচাইয়ের কোনও মাপকাঠি সরকার ঘোষণা করেনি। গরিব মানুষকে নিখরচায় গ্যাস দেওয়ার জন্যই নাকি তারা 'উজ্জ্বলা যোজনা' চালু করেছেন! কিন্তু ভর্তুকি কমে যাওয়ার কারণে অর্থের অভাবে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বহু গ্রাহক দ্বিতীয়বার গ্যাস কিনতেই পারছেন না। রান্নার গ্যাস ব্যবহার করতে না পেরে বহু মানুষ এখন কাঠ-কয়লা ব্যবহার করছেন, অথবা অনেক বাঁচিয়ে গ্যাস ব্যবহার করছেন। সরকারের কি এটা অজানা? তা হলে এই সব কুযুক্তি কেন? এর দ্বারা গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে কোন 'আচ্ছে দিন' তাঁরা নিয়ে আসছেন? আসলে সরকার সাধারণ মানুষের পরিষেবা নিয়ে এতটুকু দায়বদ্ধ নয়। তাদের দায়বদ্ধতা আম্বানিদের মতো তেল কোম্পানির একচেটিয়া মালিকদের প্রতি।

বেলদায় ফুটবল প্রতিযোগিতা

বেকারি অপসংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে এবং যুব মনে সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে সাইকাতে ২১ নভেম্বর আটটি টিমের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে খেলার সূচনা হয়।

ফাইনালে অংশগ্রহণ করে পলসিটা স্বামী বিবেকানন্দ সংঘ এবং সাইকা নেতাজি সংঘ। পলসিটা ১-০ গোলে জয়লাভ করে। খেলার শেষে দুটি দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুশান্ত পাণিগ্রাহী, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক সূর্য পয়রা, তপন সাহু প্রমুখ।

শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণ

৩ ডিসেম্বর শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে শহিদের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বন্যা প্রতিরোধ ও জলনিকাশি সমস্যার সমাধান চাই

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন্যা প্রতিরোধ ও জলনিকাশি সমস্যার সমাধানে ৫ দফা দাবিতে ৩ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি এবং ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক, সেচ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরের বন্যার জন্য দায়ী কেলেঘাই-শিলাবতী-চণ্ডীয়া নদী যত শীঘ্র সম্ভব সংস্কার করতে হবে, সমস্ত নিকাশি খালগুলি আগামী বর্ষার পূর্বে পূর্ণ সংস্কার, শিলাবতীর ঘাটাল থেকে গোপীগঞ্জ পর্যন্ত নদীবাঁধ উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে, নদীর দিকে কংক্রিটের স্ল্যাব বসানো, নদী ও খালের দিকে তৈরি অবৈধ মাছের ভেড়ি-ইটভাটা-কাঠামো অপসারণ, শিলাবতীর সাহেবঘাটে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

সিংঘু বর্ডারে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্বর্ধনা

কৃষক আন্দোলনে এক বছর ধরে যাঁরা স্বাস্থ্যপরিষেবা দিয়েছেন সেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের ২৮ নভেম্বর সিংঘু বর্ডারে এসকেএম-এর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ডাঃ অংশুমান মিত্র, ডাঃ সত্যেন শর্মা এবং প্রকাশ দেবীকে এসকেএম নেতারা উত্তরীয় পরিয়ে ও অন্যান্য সামগ্রী হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের ভুমিকার প্রশংসা করেন।

উত্তরপ্রদেশের বদলাপুরে কৃষক বিক্ষোভ

এমএসপি ঘোষণা, ফসলের ন্যায্য দাম, সার-বীজ-কীটনাশকের দাম কমানো, লোডশেডিং বন্ধ, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ২৯ নভেম্বর বদলাপুরে দলের উদ্যোগে কৃষকরা শহরে মিছিল করেন এবং সহকারী জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন

নিরাপত্তা বাহিনীই জনগণের হত্যাকারীর ভূমিকায়

একের পাতার পর

আইন বাতিল করার দাবি জানিয়ে আসছি। সন্ত্রাসবাদ দমনের বদলে এই আইনকে এখন লাগানো হচ্ছে জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করা ও নিরীহ নাগরিকদের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করার কাজে। নাগাল্যান্ড সহ যেখানেই এই আইন চালু করা হয়েছে তা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক, নাগরিক অধিকারের উপর তীব্র আঘাত হেনেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি, ওই এলাকায় মোতায়েন বিশেষ সুরক্ষা বাহিনীর যে সব অফিসার বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়ে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে, তাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে। নিহতদের প্রতিটি পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করুন এবং অবিলম্বে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি তুলুন।

চাকরি চেয়ে জুটল পুলিশের লাঠি

৪ ডিসেম্বর বহরমপুর স্টেডিয়ামে বেসরকারি সংস্থা এল অ্যান্ড টি কোম্পানির ১২০০ পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে আসে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। কিন্তু প্রশাসন এবং ওই সংস্থার পক্ষে সকলের থেকে সঠিকভাবে আবেদন জমা নেওয়ার কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে আবেদন জমা দিতে গিয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একে অজুহাত করে বেকার যুবকদের উপর পুলিশ যে ভাবে লাঠিচার্জ করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এর মধ্য দিয়ে সরকারের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আবারও প্রকট হল।

আন এমপ্লয়েড ইউথ স্ট্রাগল কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতিতে বলেন, অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সংগঠনের আরও দাবি— যেহেতু অনেকেই সে দিন ফর্ম জমা দিতে পারেননি, অবিলম্বে নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করে সুষ্ঠুভাবে সব চাকরি প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

কোচবিহার জেলা যুব সম্মেলন

২৯ নভেম্বর মাথাভাঙা শহরের নজরুল সদনে এ আই ডি ওয়াই ও-র তৃতীয় কোচবিহার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ রাখেন এসইউসিআই (সি) কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড প্রভাত রায়। দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড অঞ্জন মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজয় লোধ প্রমুখ। কমরেডস বাদল পাল ও সুমন পণ্ডিতকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করে ৩৮ জনের কোচবিহার জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে পরিবহণ যাত্রী কমিটির স্মারকলিপি

ডিজেল-পেট্রোলের দাম কিছুটা কমার পরও সরকারি নির্দেশ বহির্ভূত বাসের ন্যূনতম ভাড়া ৭ টাকার পরিবর্তে ১০ টাকা ও পরবর্তী দূরত্বের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ ভাড়া আদায় করে চলেছে বাস মালিকরা। এই আদায় বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের বাস ভাড়ায় কনসেশন সহ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে অন্তত রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বাস সুনিশ্চিত প্রভৃতি দাবিতে ২ ডিসেম্বর পরিবহণ যাত্রী কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পক্ষ থেকে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, প্রদীপ দাস, পঞ্চানন দাস প্রমুখ।

অতিবর্ষণে ক্ষতিপূরণের দাবি

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'জাওয়াদ'এর প্রভাবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ধান-ফুল-সবজি প্রভৃতি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি এবং কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ওই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান। দুটি কমিটির পক্ষ থেকে ৬ ডিসেম্বর কৃষি ও উদ্যান পালন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

হুগলিতে রাজা রামমোহন রায় সার্ধ দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী কমিটি গঠন

২৫০ বছর আগে ভারতীয় সমাজ যখন জাতপাত, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অশিক্ষার গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল তেমন এক সময়ে ১৭৭২-র ২২ মে ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৯ সালে ৪ ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ভারতে সতীদাহ প্রথা রদ আইন পাস হয়েছিল। এই দিনটিকে সামনে রেখে ৪ ডিসেম্বর ২০২১ আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে রাজা রামমোহন রায় সার্ধ দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক ডঃ পরেশ চন্দ্র দাস। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও লেখক হরিপ্রসাদ মেদ্দা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও লেখক আশীষ বরণ সামন্ত, রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র বংশধর নিত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট বাউল শিল্পী সেখ গোলাম হোসেন বাউল গান পরিবেশন করেন।

সামন্তী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম ও তাঁর জীবন চর্চার উদ্দেশ্যে ডঃ পরেশ চন্দ্র দাসকে সভাপতি, ডাঃ তুষার কান্তি পাকিরাকে সম্পাদক করে ৭৫ জনের রাজা রামমোহন রায় সার্ধ দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়া জেলা যুব সম্মেলন

সকল বেকারের কাজ, দুর্নীতিমুক্ত ভাবে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, মদ ও মাদক নিষিদ্ধ, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি, পুরুলিয়া জেলায় শ্রমনিবিড় শিল্প স্থাপন, খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধান প্রভৃতি দাবিতে ২৭ নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র পঞ্চম পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন। প্রধান অতিথি ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সম্মেলনের শুরুতে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ কমরেড সুকান্ত শিকদার। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। কমরেড সন্তোষ গাঁরাইকে সভাপতি এবং কমরেড স্বদেশপ্রিয় মাহাত-কে সম্পাদক করে ১১ জনের সম্পাদকমণ্ডলী সহ ২৮ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

ই-রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা ই-রিক্সা (টোটো) চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৯ নভেম্বর তিন দফা দাবিতে শিলিগুড়িতে এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি সমস্ত আটক ই-রিক্সাকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে, তাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এসডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং আটক সমস্ত গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের শিলিগুড়ি টাউন কমিটি ইনচার্জ জয় প্রসাদ বর্মন এবং জেলা ইনচার্জ জয় লোধ। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন টোটো চালক রিন্টু রায়, পরিতোষ মণ্ডল, দেবাশিস পাল, কমল দাস প্রমুখ।

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের ডাক

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়ার যে চেষ্টা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আগামী ১৬-১৭ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি। পাশাপাশি ওই দু'দিন ধর্মঘট ডেকেছে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল ২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কিং ল (অ্যামেডমেন্ট) বিল রুখতে ওই দু'দিন সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হবে। তিনি বলেন, ১৯৯১-এর পর থেকে কংগ্রেস, যুক্তফ্রন্ট এবং বিজেপি— যে সরকারই কেন্দ্রে এসেছে তারাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে বেচে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দেশের জনসাধারণের সম্পদ লুঠ করার এই চেষ্টা প্রতিহত করতে সব স্তরের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

চক্ষু হাসপাতাল ভাঙার চেষ্টার প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ৫ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, মেডিকেল কলেজ চত্বরে অবস্থিত দেশের অন্যতম সেরা সরকারি চক্ষু হাসপাতাল রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ অপথালমোজি। ভবনটি ভেঙে দেওয়ার সংবাদ পড়ে আমরা হতবাক হয়েছি। ৯৫ বছরের পুরনো এই হাসপাতালে প্রতিদিন সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসা এবং দেড় শতাধিক রোগীর অপারেশন হয়। সারা দেশের চক্ষু চিকিৎসার অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যমণ্ডিত এই চক্ষু হাসপাতালকে ভেঙে ট্রমা সেন্টার গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতি। দিল্লির এইমস-এর সমতুল্য উৎকর্ষ এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজ্যের চক্ষু চিকিৎসা মহলও। আমরাও এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি প্রয়োজনীয় হলেও তা ওই প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে করতে হবে কেন? যেখানে শুধুমাত্র ট্রমা কেয়ার সেন্টার তৈরিতেই রাজ্যের অর্থ ব্যয় হত, সেখানে ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙা, তারপর সেখানে ট্রমা সেন্টার করা এবং আরেকটি জায়গায় আবার চক্ষু হাসপাতাল করা অযৌক্তিক অর্থব্যয় ছাড়া কিছু নয়।

কমরেড গৌড়ী বলেন, আমরা এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দাবি জানাচ্ছি, রাজ্যের চক্ষু চিকিৎসকমহলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে রোগী কল্যাণ সমিতির এই তুঘলকি সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, প্রস্তাবিত ট্রমা সেন্টার যে জায়গায় হওয়ার কথা সেই স্থানের জটিলতা যদি কিছু থাকে কাটিয়ে দ্রুততার সঙ্গে তা গড়ে তুলতে হবে।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের প্রতিবাদ ঃ আর আই ও-কে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস থেকে হটিয়ে ট্রমা সেন্টার বানানোর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তনী এবং প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন এটা হঠকারি এবং রোগীদের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত। রোগী কল্যাণ সমিতির এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও এক্তিয়ার নেই।

স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোভ কালনায়

কালনা মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস সহ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিতে ১ ডিসেম্বর নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং সুপারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কালনা মহকুমা হাসপাতাল বর্তমানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃত। এখানে চিকিৎসার জন্য শুধু কালনা মহকুমার মানুষই নন, নদিয়া, হুগলি থেকেও বহু রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু এখানের স্বাস্থ্য পরিষেবা বহু ক্ষেত্রেই অমিল। সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস সহ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার সরঞ্জাম বহুদিন ধরে নেই। ফলে হাজার হাজার মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে অস্থি রোগ, নিউরো, চর্মরোগ, বক্ষরোগ বিভাগে

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের অভাব রয়েছে। অবিলম্বে সমস্যাগুলির সমাধান না হলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা জানান প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষে প্রণয় সাহা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com